দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২।১।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

023

'৮৫ সনের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নতুন সিলেবাস

১৯৭৫ সনে তৎকালীন সরকার একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি মাধ্যমিক স্তরের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য শিক্ষাক্রমের এক কাঠামো সুপারিশ করেন। তাতে বিজ্ঞান বিষয়কে আবশ্যিক করে একমুখী শিক্ষাক্রম চালুর সুপারিশ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার বিজ্ঞান বিষয়কে আবশ্যিক করে ১৯৮১ সনে একধারা শিক্ষাক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেন।

বিজ্ঞান বিষয়কে আবশ্যিক করে পাঠ্যক্রম চালু করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৬ সনে সকল বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। তদনুসারে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে দুটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এই প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নে প্রারম্ভিক বিলম্ব হওয়ায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান প্রশাসনকালে নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এবং তার প্রাক মূল্যায়ন করে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। গত এক বছরে দেশের প্রতিটি স্কুলের অন্ততপক্ষে একজন এবং মোট ৮,৫০০ জন শিক্ষককে এই পুস্তকটির সাথে সম্যকভাবে পরিচিত করা হয়েছে। উপরন্তু, পাঠ্যপুস্তকটি বছরব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য প্রতিটি স্কুলে একটি করে অতিরিক্ত পুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

নতুন সিলেবাস

(১ম পৃঃ পর)

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে, সেসব অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ১৯৮৫ সনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করা দুষ্কর হবে। এই বাস্তব অসুবিধার আলোকে এবং উপরন্তু, শিক্ষক ও অভিভাবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নব প্রবর্তিত বাধ্যতামূলক বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমসহ একমুখী শিক্ষাক্রমের বিষয়ে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হওয়ায় সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেছেন।

সব বিদ্যালয়ে সমপরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়াস এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখে সরকার বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ সিদ্ধান্ত ১৯৮৩ শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণী এবং ১৯৮৪ শিক্ষাবর্ষে দশম শ্রেণী অর্থাৎ ১৯৮৫ সনে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কার্যকর হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৫ সনে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ

(ক) আবশ্যিক বিষয়সমূহঃ বাংলা দুশ, ইংরেজী দুশ গণিত একশ ও ভূগোল এক শ নম্বর মোট ৬ শ নম্বর। (খ) প্রথম নির্বাচনিক গ্রুপঃ সাধারণ বিজ্ঞান (সমন্বিত) অথবা কলা (ইতিহাস, অর্থনীতি এবং পৌরনীতি)তে দুশ নম্বর। (গ) দ্বিতীয় নির্বাচনিক গ্রুপে দু শ নম্বর। দ্বিতীয় নির্বাচনিক গ্রুপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর যেকোন দুটো বিষয় নিতে হবেঃ (১) ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম/বৌদ্ধ ধর্ম/খৃষ্টান ধর্ম (২) উচ্চতর বাংলা/উচ্চতর ইংরেজী/ফার্সী/উর্দু/সংস্কৃত/পালি। (৩) উচ্চতর গণিত (৪) ললিতকলা (৫) সঙ্গীত (৬) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৭) বাণিজ্য (৮) শিল্পকলা (৯) কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিষয়ঃ জ্যামিতিক ও কারিগরী অংকন, লোহালক্কড়ের কাজ, কাঠের কাজ, ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি, গৃহনির্মাণ।

এছাড়া অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে সহশিক্ষাক্রম খেলাধুলা, শরীরচর্চা এবং দলগত কাজ—স্কাউট/গাইড-এর জন্য আরো এক শ নম্বর নেয়া যাবে। তবে এ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষার ফলাফলের সাথে যোগ হবে না।

এই নতুন বিন্যাসকে কাঠামোগতভাবে দ্বিমুখী শিক্ষাক্রম বলা যেতে পারে। এতে যেসব ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ভৌত সুবিধাদির অভাবে বিজ্ঞান বিষয়াদি নেয়া সম্ভব হবে না, তারা প্রথম নির্বাচনিক গ্রুপে কলা বিষয়সমূহ পড়তে পারবে। খবর তথ্য বিবরণীর।